[2021] 9 এস. সি. আর. 643

পারভীন @সোনু

বনাম

হরিয়ানা রাজ্য

(2021 সালের ফৌজদারি আপিল নং 1571)

ডিসেম্বর 07,2021

[আর. সুভাষ রেড্ডি এবং হৃষিকেশ রয়, জেজে।]

দণ্ডবিধি, 1860-এর দশক। 224 , 225 , 332 , 353 , 302 আর/ডাব্লু এস। 120 - খ-মামলার মামলা যে পুলিশ দল চার অভিযুক্তকে নিয়ে যাচ্ছিল আদালতের আপিলকারীর সামনে হাজির করা হবে, অন্য পক্ষের কাছে অভিযুক্ত গোষ্ঠী, তাদের উদ্ধার করার জন্য একসঙ্গে ষড়যন্ত্র করেছিল-অভিযুক্তদের মধ্যে একজনের বিরুদ্ধে অভিযোগ করা হয়েছিল যে তিনি হেড কনস্টেবলের উপর গুলি চালিয়েছিলেন, যিনি পরে আগুনের বাহুতে আহত হয়ে মারা যান-অভিযুক্ত ব্যক্তিরা দোষী সাব্যস্ত হন এবং দণ্ডিত হন-শুধুমাত্র আপিলকারীর আবেদনের ভিত্তিতে, বলেনঃ এস-এর আওতায় ষড়যন্ত্রের অভিযোগ প্রমাণ করা। 120 - খ, এটি প্রতিষ্ঠিত করা প্রয়োজন যে একটি বেআইনী কাজ করার জন্য পক্ষগুলির মধ্যে একটি চুক্তি ছিল-বর্তমান ক্ষেত্রে, অস্পষ্ট এবং টাক ছাড়া বিবৃতি যে আপিলকারী অভিযুক্ত ষড়যন্ত্রের সদস্য, প্রমাণ করার জন্য অন্য কোনও প্রমাণ নেই যে আপিলকারী অন্যান্য অভিযুক্তদের সাথে ষড়যন্ত্র করেছিলেন যার জন্য তাকে অভিযুক্ত করা হয়েছিল-অভিযুক্ত অন্য কোনও অনুপস্থিতিতে সহ-অভিযুক্স্বীকারোক্তিমূলকজবানবন্দি সমর্থনমূলক প্রমাণ, আপিলকারীর দোষী সাব্যস্তকরণ এবং সাজা বজায় রাখার জন্য নিরাপদ নয়-নথিভুক্ত দোষী সাব্যস্তকরণ এবং ট্রায়াল কোর্ট দ্বারা আপিলকারীর উপর আরোপিত সাজা এবং হাইকোর্ট দ্বারা নিশ্চিতকরণ, বাতিল করা-খালাস-অস্ত্র আইন - এস. 25।

আপিল মঞ্জুর করে আদালত

বলা হয় ।. পিডব্লিউ-20 (কনস্টেবল যিনি প্রত্যক্ষদর্শী) তার জবানবন্দিতে আপিলকারী/অভিযুক্তের নাম উল্লেখ করেননি। প্রধানত পিডব্লিউ-20, পিডব্লিউ-22 (কনস্টেবল যিনি পিডব্লিউ-20-এর বক্তব্যকে সমর্থন করেছেন) এবং পিডব্লিউ-এর মেডিকেল রিপোর্ট এবং জবানবন্দির উপর নির্ভর করে বিচার আদালত আপিলকারীর দোষী সাব্যস্ত করেছে। 23 (উপ-পরিদর্শক যিনি পদচ্যুত করেছিলেন যে তিনি পিডব্লিউ-20-এর বিবৃতি রেকর্ড করেছেন)। এমনকি রাষ্ট্রপক্ষের মামলা অনুসারে, মাত্র চারজন অভিযুক্ত ট্রেনে প্রবেশ করেছিল এবং তাদের মধ্যে বিনোদ নামে চিহ্নিত একজন তাদের চোখে ঠাণ্ডা পাউডার ছুঁড়েছিল এবং অন্য অভিযুক্ত অমরজিৎ হেড কনস্টেবল অর্জুন সিংকে গুলি করেছিল। পি. ডব্লিউ-20-এর ক্রস-পরীক্ষা থেকেও এটা স্পষ্ট যে

বগিতে প্রায় 50-60 যাত্রী ছিলেন, কিন্তু কাউকে পরীক্ষা করা হয়নি। এমনকি পিডব্লিউ-22-ও বিনোদ এবং অমরজিৎ সিং-এর নাম প্রকাশ করে। এখানে আপিলকারী কথিত ষড়যন্ত্রের সদস্য বলে যে অস্পষ্ট ও টাক পড়া বিবৃতি দেওয়া হয়েছে, তা ছাড়া অন্য কোনও বিবৃতি নেই। ষড়যন্ত্র প্রমাণ করার জন্য রেকর্ডে গ্রহণযোগ্য প্রমাণ। অজানা কারণের জন্য, এই প্রকৃতিরকটি ক্ষেত্রে, তদন্ত সংস্থাটি টিআইপি (টেস্ট আইডেন্টিফিকেশন প্যারেড) পরিচালনা করেনি। এটিও আদালতের নজরে আনা হয়েছে যে আপীলকারীর বিরুদ্ধে ফৌজদারি মামলা No.535-এ বলেরো গাড়ি ছিনিয়ে নেওয়ার জন্য মামলা করা হয়েছিল। 2009 এইচ. সি. এস, জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, I‌ম শ্রেণী, ভিওয়ানির আদালতে, তিনি ভারতীয় দণ্ডবিধির 392, সি 216 আর/ডাব ধারা 34-এর অধীনে অপরাধের অভিযোগ থেকে খালাস পেয়েছিলেন এবং উক্ত রায়টি চূড়ান্ত হয়ে উঠেছে। ষড়যন্ত্রের অভিযোগ প্রমাণ করার জন্য, 120-বি ধারার আওতায়, এটি প্রতিষ্ঠিত করা প্রয়োজন যে কোনও বেআইনী কাজ করার জন্য পক্ষগুলির মধ্যে একটি চুক্তি হয়েছিল। একই সময়ে, এটি লক্ষ করা উচিত যে সরাসরি প্রমাণ দ্বারা ষড়যন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা মোটেও কঠিন, তবে একই সাথে, কোনও অবৈধ কাজ করার উদ্দেশ্যে ষড়যন্ত্রকারীদের মধ্যে মনের বৈঠক দেখানোর জন্য কোনও প্রমাণের অনুপস্থিতি, আইপিসির 120-বি ধারার অধীনে অপরাধের জন্য কোনও ব্যক্তিকে দোষী সাব্যস্ত করা নিরাপদ নয়। এখানে কিছু অংশ এবং সেখানে কয়েকটি অংশ যার উপর প্রসিকিউশন নির্ভর করে, অভিযুক্ত ই-কে ফৌজদারি ষড়যন্ত্রের অপরাধের সাথে যুক্ত করার জন্য যথেষ্ট বলে মনে করা যায় না। এমনকি অন্যান্য গ্রহণযোগ্য সমর্থনমূলক প্রমাণের অভাবে সহ-অভিযুক্তের কথিত স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দিও অভিযুক্তকে দোষী সাব্যস্ত করা নিরাপদ নয়। প্রসিকিউশন তার মামলা প্রমাণ করতে ব্যর্থ হয়েছে, যে আপিলকারী অন্যান্য অভিযুক্তদের সাথে ষড়যন্ত্র করেছিলেন যে অপরাধের জন্য তাকে অভিযুক্ত করা হয়েছিল। অভিযুক্ত স্বীকারোক্তি ব্যতীত সহ-অভিযুক্তের বিবৃতি এবং অন্য কোনও সমর্থনমূলক প্রমাণের অভাবে, আপিলকারীর উপর আরোপিত দোষী সাব্যস্তকরণ এবং সাজা বজায় রাখা নিরাপদ নয়। আপিলকারীকে প্রধানত এই ভিত্তিতে দোষী সাব্যস্ত করার ক্ষেত্রে ট্রায়াল কোর্ট কর্তৃক রেকর্ড করা ফলাফল যে তিনি এই অপরাধের অন্যতম ষড়যন্ত্রকারী ছিলেন, তা ভুল এবং অবৈধ। উচ্চ আদালত নথিভুক্ত প্রমাণগুলিকে যথাযথ দৃষ্টিকোণ থেকে এবং ভুলভাবে বিবেচনা করেনি। আপিলকারীর উপর আরোপিত দোষী সাব্যস্তকরণ এবং সাজা নিশ্চিত করা হয়েছে। দোষী সাব্যস্ত হওয়া এবং আপিলকারীর উপর আরোপিত সাজা বাতিল করা হয় এবং তিনি তার বিরুদ্ধে আনা অভিযোগ থেকে খালাস পান। [অনুচ্ছেদ 10,11,12,14 এবং 15] [648-জি-এইচ; 649-বি-এইচ; 651-সি-

পারভীন @সোনু ভি। হরিয়ানা রাজ্য

ইন্দ্র দালাল বনাম। হরিয়ানা রাজ্য, (2015) 11 এস. সি. সি 31: [2015] 7 এস. সি. আর 1083; উপ্পা ওরফে মঞ্জুনাথ বনাম। কর্ণাটক রাজ্য, (2013) 14 এস. সি. সি 729: 2013 (6) স্কেল 652 এর উপর নির্ভর করেছিল। - ফিরোজউদ্দিন বশিরউদ্দিন এবং অন্যান্য বনাম। কেরল রাজ্য (2001) 7 এস. সি. সি 596: 2001 এ. আই. আর 3488; রাজু মাঞ্জি বনাম।

বিহার রাজ্য (2019) 12 এস. সি. সি 784: 2018 এ. আই. আর 3592-প্রয়োগযোগ্য নয়।

মামলা আইনের রেফারেন্স

[2015] 7 এসসিআর 1083 অনুচ্ছেদ 8

ফৌজদারি আপিলের বিচারঃ 2021 সালের ফৌজদারি আপিল নং 1571। 2010 সালের সি. আর. এ-ডি <আই. ডি. 2>-ডিবি-তে চণ্ডীগড়ের পাঞ্জাব ও হরিয়ানা হাইকোর্টের <আই. ডি. 1> তারিখের রায় ও আদে

ঋষি মালহোত্রা, এড. আবেদনকারীর জন্য।

শ্রীমতি বাঁশুরি স্বরাজ, অতিরিক্ত সচিব। এজি, সিদ্ধেশ কোতোয়াল, শ্রীমতী আনা উপাধ্যায়, শ্রীমতী প্রজ্ঞা বরসাইয়ান, শ্রীমতী মান্যা হাসিজা, আকাশ সিং, বিশ্বপাল সিং, রাজেন্দ্র প্রসাদ, শ্রীমতী পল্লবী, ব্রিজেন্দর সিং ধুল, আইনজীবীরা। উত্তরদাতার জন্য।

আদালতের রায় প্রদান করেন আর সুভাষ রেড্ডি, জে।

1. লিভ মঞ্জুর করা হয়েছে। 2. চণ্ডীগড়ের পাঞ্জাব ও হরিয়ানা হাইকোর্ট 2010 সালের সি. আর. এ-ডি <আই. ডি1>-এ যে রায় দিয়েছে, তার বিরুদ্ধে 2020 সালের 17ই মার্চ এই আপিল করা হয়েছে, যার মাধ্যমে উচ্চ আদালত আবেদনকারী/অভিযুক্তের দায়ের করা আপিল খারিজ করে দিয়েছে এবং অতিরিক্ত দায়রা জজ, রেওয়ারির দ্বারা প্রদত্ত দোষী সাব্যস্তকরণ ও সাজার আদেশ বহাল রেখেছে। 3. সংক্ষেপে বলা হয়েছে, প্রসিকিউশনের মামলা জি থেকে বর্ণিত মামলার তথ্যগুলি নিম্নরূপ। <আইডি1-এ, পুলিশ দল জয়পুরের কেন্দ্রীয় কারাগার থেকে নাদিম, নওশাদ, রবি এবং সুনীল নামে চার অভিযুক্তকে নিয়ে যাচ্ছিল এবং তাদের ভিওয়ানির সিজেএমের আদালতে হাজির করার কথা ছিল। তারা পৌঁছয়। রেওয়ারি রেলওয়ে স্টেশন, সকাল 4টায়ঃ 30 ঘন্টা। এরপর তারা

ভিওয়ানির জন্য একটি ট্রেন। ট্রেনটি যখন রেল স্টেশন নঙ্গল পাঠানিতে পৌঁছয়, তখন চার যুবক তাদের বগিতে প্রবেশ করে এবং অভিযুক্তদের উদ্ধার করার জন্য পুলিশ দলকে আক্রমণ করে, যারা পুলিশ হেফাজতে ছিল এবং তাদের ভিওয়ানির সিজেএমের আদালতে হাজির করার কথা ছিল। হেফাজতে থাকা আসামিরাও পালানোর চেষ্টা করে। এমনকি তারা অফিসিয়াল কার্বাইন ছিনিয়ে নেওয়ারও চেষ্টা করেছিল। অভিযোগ, অভিযুক্তদের মধ্যে একজন মাথায় গুলি চালায়। কনস্টেবল অর্জুন সিং। অভিযোগে বলা হয়েছে যে পুলিশ একজনকে দমন করেছিল, যে তাদের চোখে ঠাণ্ডা পাউডার ছুঁড়েছিল এবং বাকি তিনজন অভিযুক্ত পালিয়ে যেতে সফল হয়েছিল। গ্রেপ্তার হওয়া অভিযুক্ত তার নাম এবং অন্যান্য হামলাকারীদের পরিচয় প্রকাশ করেছে। আহত হেড কনস্টেবল অর্জুন সিংকে হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়, যিনি পরে ফায়ার সি-এর আঘাতে মারা যান। তদন্ত শেষ করার পর, সমস্ত অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে 224,225 ধারায় শাস্তিযোগ্য অপরাধের জন্য মামলা করা হয়। 332 , 353 , 392 , 307 , 302 , 120 - আইপিসির বি এবং অস্ত্র আইনের 25/54/59 ধারা।

4. অভিযুক্তের অপরাধ প্রমাণের জন্য রাষ্ট্রপক্ষ তার মামলার সমর্থনে 23 জন সাক্ষীর সাক্ষ্য গ্রহণ করে। অভিযুক্তদের বিবৃতিও Cr.P.C-এর 313 ধারার অধীনে রেকর্ড করা হয়েছিল। যেহেতু তারা দাবি করেছে যে তারা নির্দোষ এবং তাদের মিথ্যাভাবে জড়িত করা হয়েছে, তাই 2009 সালের দায়রা মামলায় অতিরিক্ত দায়রা জজ, রেওয়ারির আদালতে উপরোক্ত অপরাধের জন্য তাদের বিচার করা হয়েছিল। অতিরিক্ত দায়রা বিচারক ভারতীয় দণ্ডবিধির ধারা 224,225,332,353,302 আর/ডাব ধারা 120-বি-এর অধীনে শাস্তিযোগ্য অপরাধের জন্য সমস্ত অভিযুক্তকে দোষী সাব্যস্ত করেছেন। অভিযুক্তরা হলেন অমরজিৎ সিং এবং সুরেন্দ্র সিং @ধাত্তু। অস্ত্র আইনের 25 ধারার অধীনে শাস্তিযোগ্য অপরাধের জন্য আরও দোষী সাব্যস্ত করা হয়েছে। এফ সাজার পরিমাণের উপর 18.01.2010 তারিখের আদেশ দ্বারা, উপরে উল্লিখিত অন্যান্য অপরাধের জন্য দোষী সাব্যস্ত হওয়া ছাড়াও, ভারতীয় দণ্ডবিধির ধারা 120-বি-এর অধীনে অপরাধের জন্য তাদের প্রত্যেককে 5,000 টাকা জরিমানা সহ যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছিল। বিভিন্ন অপরাধের জন্য সাজা একযোগে চালানোর নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল।

5. দোষী সাব্যস্ত হওয়া এবং আরোপিত শাস্তির রায়ে ক্ষুব্ধ দায়রা আদালত কর্তৃক, আপিলকারী এবং আরও চারজন অভিযুক্ত চণ্ডীগড়ের পঞ্জাব ও হরিয়ানা হাইকোর্টে পৃথক আবেদন করেছেন। সমস্ত আপিল 17.03.2020 তারিখের সাধারণ রায় দ্বারা খারিজ করা হয়েছিল, যা দায়রা আদালত কর্তৃক আরোপিত দোষী সাব্যস্ত এবং সাজা নিশ্চিত করে। তাই এই আবেদন।

[আর. সুভাষ রেড্ডি, জে।]

6. তৃতীয় অভিযুক্ত পারভীন @সোনু বর্তমান এ আপিলে আপিলকারী। আমাদের জানানো হয়েছিল যে হাইকোর্টের সাধারণ রায়ে অন্য অভিযুক্তরা কোনও আপিল করেনি।

7. আমরা শুনেছি আপিলকারীর পক্ষে উপস্থিত বিশিষ্ট আইনজীবী শ্রী ঋষি মালহোত্রা এবং অতিরিক্ত অতিরিক্ত বিচারপতি শ্রীমতি বাঁশুরি স্বরাজ। উত্তরদাতার পক্ষে উপস্থিত এজি-হরিয়ানা রাজ্য এবং রেকর্ডে উপলব্ধ উপাদান বি যত্ন সহকারে পর্যবেক্ষণ করেছেন।

, 8. এই আবেদনে, আপিলকারীর পক্ষে বিদ্বান কৌঁসুলি দ্বারা যুক্তি দেওয়া হয়েছে যে যদিও প্রতিষ্ঠার জন্য কোনও সুনির্দিষ্ট প্রমাণ ছিল ন অভিযুক্ত অপরাধে আপিলকারীর অংশগ্রহণ, ট্রায়াল কোর্টের পাশাপাশি হাইকোর্ট কোনও 'সি' সমর্থনকারী প্রমাণের অভাবে প্রসিকিউশনের গল্পটি বিশ্বাস করে এবং তাকে দোষী সাব্যস্ত করে। এটি উপস্থাপিত হয় যে সহ-অভিযুক্তদের কথিত স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি ছাড়া, এখানে আপিলকারীকে অপরাধের সাথে যুক্ত করার জন্য অন্য কোনও গ্রহণযোগ্য প্রমাণ ছিল না। এটি জমা দেওয়া হয়েছে যে প্রসিকিউশনের মামলা অনুসারে, ট্রেনে অভিযুক্তদের পাহারা দেওয়া পুলিশ দল ছাড়াও প্রায় 50-60 যাত্রী ছিল। কোনও স্বাধীন সাক্ষীকে পরীক্ষা করা হয়নি। ট্রেনে ওঠা চার যুবকের মধ্যে কেবল একজনের কাছে দেশীয় তৈরি পিস্তল এবং গুলি ছিল। কোনও টিআইপি (টেস্ট আইডেন্টিফিকেশন প্যারেড) অনুষ্ঠিত হয়নি। রাষ্ট্রপক্ষের বক্তব্য অনুযায়ী যে অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল, সে ছিল কেবল বিনোদ এবং বাকি তিনজন পালিয়ে যায়। কিন্তু অপর যে ব্যক্তিকে চিহ্নিত করা হয়েছে, তিনি হলেন অমরজিৎ, যিনি হেড কনস্টেবল ই অর্জুন সিং-এর উপর গুলি চালিয়েছিলেন। এটি জমা দেওয়া হয় যে যদিও আপিলকারী/অভিযুক্তকে সংযুক্ত করার জন্য একেবারেই কোনও প্রমাণ ছিল না, ট্রায়াল কোর্ট কোনও গ্রহণযোগ্য প্রমাণের অভাবে আপিলকারীকে দোষী সাব্যস্ত করেছে আবেদনকারীর দোষ প্রমাণ করুন। এটি জমা দেওয়া হয় যে এমনকি হাইকোর্টও, সমস্ত সাক্ষীর জবানবন্দি রেকর্ড করা ছাড়া, অনুরোধ করা কোনও ভিত্তি বিবেচনা করেনি এবং আপিল খারিজ করে দিয়েছে। আপিলকারীর মামলার সমর্থনে, বিদ্বান আইনজীবী ইন্দ্র দালাল বনাম-এর মামলায় এই আদালতের রায়ের উপর নির্ভর করেছেন। 'হরিয়ানা রাজ্য' এবং উপ্পা ওরফে মঞ্জুনাথ বনাম-এর মামলায় এই আদালতের রায়। রাজ্যে কর্ণাটক 2।

9. অন্যদিকে, শিখেছেন অ্যাডল। জি উত্তরদাতার পক্ষে উপস্থিত অ্যাটর্নি জেনারেল-রাজ্য নীচের আদালতগুলির গৃহীত দৃষ্টিভঙ্গিকে সমর্থন করেছে। তিনি বলেছিলেন যে রেকর্ডে পর্যাপ্ত উপাদান এবং প্রমাণ রয়েছে যা যুক্তিসঙ্গত সন্দেহের বাইরে অভিযুক্তের অপরাধকে স্পষ্টভাবে প্রতিষ্ঠিত করে।

1 (2015) 11 এস. সি. সি 31

2 (2013) 14 এস. সি. সি 729

জমা দেওয়া হয় যে, রেকর্ডে বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ রয়েছে যে আপিলকারী অভিযুক্ত গোষ্ঠীর একটি পক্ষ ছিল, যারা অন্য চার অভিযুক্তকে উদ্ধার করার জন্য একসঙ্গে ষড়যন্ত্র করেছিল, যাদের পুলিশ দল আদালতে হাজির করার জন্য নিয়ে যাচ্ছিল। ফৌজদারি ষড়যন্ত্রের বিচারের মামলা প্রমাণ করার জন্য তাঁর যুক্তির সমর্থনে শিক্ষিত আইনজীবী ফিরোজউদ্দিনের মামলায় এই আদালতের রায়ের উপর নির্ভর করেছেন। ও অন্যান্য বনাম। কেরল রাজ্য 3। উপরন্তু, সহ-অভিযুক্তের স্বীকারোক্তিমূলক বক্তব্যের দিক থেকে, রাজু মাঞ্জি বনাম-এর মামলায় এই আদালতের রায়ের উপর নির্ভর করেছে। বিহার রাজ্য।

10. উভয় পক্ষের বিদ্বান পরামর্শদাতাদের কথা শোনার পর, আমরা সি মামলার তথ্য ও পরিস্থিতি এবং নথিতে রাখা উপাদানগুলির প্রতি আমাদের চিন্তাশীল বিবেচনা করেছি। আমরা বিভিন্ন সাক্ষীর জবানবন্দিও পর্যবেক্ষণ করেছি যা রেকর্ডে রাখা হয়েছে। মামলাটি প্রমাণ করার জন্য রাষ্ট্রপক্ষ 23 জন সাক্ষীর সাক্ষ্য গ্রহণ করেছে। পিডব্লিউ-1, পিডব্লিউ-3, পিডব্লিউ-4, পিডব্লিউ-7 এবং পিডব্লিউ-21 হলেন চিকিৎসক। পিডব্লিউ-6 হলেন পুলিশের উপ-পরিদর্শক এবং তিনি রেওয়ারি পুলিশ স্টেশনের জিআরপি-তে ডিউটিতে ছিলেন। এর মধ্যে বিবৃতিতে, তিনি বিনোদ নামে অন্য অভিযুক্তের প্রকাশের বিবৃতি উল্লেখ করেছেন, যা Ex.PS হিসাবে প্রদর্শিত হয়েছিল। তাঁর জেরা-তে, তিনি সাক্ষ্য দিয়েছেন যে বেশ কয়েকজন ব্যক্তিকে ঘটনার জায়গায় জড়ো করা হয়েছিল, কিন্তু তাদের মধ্যে কেউই তদন্তে যোগ দিতে বা যুক্ত হতে প্রস্তুত ছিল না। পিডব্লিউ-16 হলেন এএসআই অজিত সিং, যিনি অভিযুক্ত সুনীল @বাচ্চু একটি প্রকাশ্য বিবৃতি দিয়েছেন। পিডব্লিউ-18 হলেন সাব-ইন্সপেক্টর ই প্রতাপ সিং, যিনি 11.05.2009-এ সাক্ষ্য দিয়েছেন যে তিনি অন্যান্য পুলিশ কর্মকর্তাদের সাথে অভিযুক্ত অমরজিৎ @দানা এবং সুরেন্দর @দাত্তু-কে গ্রেপ্তার করেছেন। তিনি অভিযুক্ত অমরজিতের প্রকাশ্য বক্তব্যের কথা উল্লেখ করেন। পিডব্লিউ-20 হলেন কনস্টেবল ইন্দর রাজ, যিনি প্রত্যক্ষদর্শী। তাঁর জবানবন্দিতে তিনি বলেছেন যে ট্রেনটি যখন এফ নঙ্গল পাঠানি রেলওয়ে স্টেশনে পৌঁছয়, তখন প্রায়। বছর বয়সী চারজন ছেলে তাদের বগিতে প্রবেশ করে এবং তাদের মধ্যে একজন পলিথিনের ব্যাগ বহন করছিল এবং অন্যজন দেশীয় পিস্তল দিয়ে সজ্জিত ছিল। তিনিও সাক্ষ্য দিয়েছেন যে গ্রেপ্তার হওয়া অভিযুক্ত বিনোদ এবং তিনি স্পষ্টভাবে বলেছেন যে তিনি তাদের চোখে ঠাণ্ডা পাউডার ছুঁড়েছিলেন এবং অমরজিৎকে অভিযুক্ত করেছিলেন, যিনি হেড কনস্টেবল অর্জুন সিংকে গুলি করেছিলেন। ক্রস-পরীক্ষায়, তিনি জি-কে পদচ্যুত করেছিলেন যে বগিতে 50-60 যাত্রী রয়েছে। এটি লক্ষণীয় যে পিডব্লিউ-20 ইন্দর রাজ তার জবানবন্দিতে আপিলকারী অভিযুক্ত অর্থাৎ পারভীন @সোনুর নাম উল্লেখ করেননি। পিডব্লিউ-22 হলেন সতবীর নামে আরেকজন কনস্টেবল, যিনি বিবৃতি

3 (2001) 7 এসসিসি 596-কে সমর্থন করেছেন।

(2019) 12 এস. সি. সি 784

পিডব্লিউ-এর-20। তিনিও সাক্ষ্য দিয়েছেন যে অভিযুক্ত বিনোদ তাদের উপর চিলি এ পাউডার ছুঁড়েছিল এবং অমরজিৎ নামে অন্যান্য অভিযুক্তরা হেড কনস্টেবল অর্জুন সিংকে গুলি করেছিল। পিডব্লিউ-23 হলেন সাব-ইন্সপেক্টর রণধীর সিং, যিনি 14.03.2009-এ কনস্টেবল ইন্দর রাজের বিবৃতি রেকর্ড করেন।

11. প্রধানত পিডব্লিউ-20, পিডব্লিউ-22 এবং পিডব্লিউ-23-এর মেডিকেল রিপোর্ট এবং জবানবন্দির উপর নির্ভর করে বিচার আদালত এখানে আপিলকারী বি-এর দোষী সাব্যস্ত করেছে। এমনকি রাষ্ট্রপক্ষের মামলা অনুসারে, মাত্র চারজন অভিযুক্ত ট্রেনে প্রবেশ করেছে এবং তাদের মধ্যে বিনোদ নামে চিহ্নিত একজন তাদের চোখে ঠাণ্ডা পাউডার ছুঁড়েছিল এবং অন্য অভিযুক্ত অমরজিৎ হেড কনস্টেবল অর্জুন সিংকে গুলি করেছিল। পিডব্লিউ-20-এর ক্রস-পরীক্ষা থেকে এটাও স্পষ্ট যে বগিতে প্রায় 50-60 জন যাত্রী ছিলেন, কিন্তু কাউকে পরীক্ষা করা হয়নি। এমনকি পিডব্লিউ-22 কনস্টেবল সতবীর, যিনি পিডব্লিউ-20-এর বক্তব্যকে সমর্থন করেছেন, তিনি শুধুমাত্র বিনোদ এবং অমরজিৎ সিং-এর নাম প্রকাশ করেছেন। এখানে আপিলকারী কথিত ষড়যন্ত্রের সদস্য বলে অস্পষ্ট ও টাকাপয়সা বিবৃতি ছাড়া, 'ডি' ষড়যন্ত্র প্রমাণ করার জন্য অন্য কোনও গ্রহণযোগ্য প্রমাণ নেই। অজানা কারণে, এই ধরনের একটি ক্ষেত্রে তদন্তকারী সংস্থা টিআইপি (টেস্ট আইডেন্টিফিকেশন প্যারেড) পরিচালনা করেনি। সহ-অভিযুক্তদের কথিত স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি ছাড়া, আপিলকারীকে জড়িত করার জন্য অন্য কোনও প্রমাণ নথিতে নেই। এটিও আমাদের নজরে আনা হয়েছে যে আবেদনকারীকে ছিনিয়ে নেওয়ার জন্য মামলা করা হয়েছিল 2009 সালের ফৌজদারি মামলা No.535-এ এইচসিএস, জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, ।ম শ্রেণী, ভিওয়ানির আদালতে, তিনি ভারতীয় দণ্ডবিধির 392,216 আর/ডাব ধারা 34-এর অধীনে অপরাধের অভিযোগ থেকে খালাস পেয়েছিলেন এবং উক্ত রায়টি চূড়ান্ত হয়ে উঠেছে।

12. ষড়যন্ত্রের অভিযোগ প্রমাণ করার জন্য এটি মোটামুটি ভালভাবে নিষ্পত্তি হয়েছে, 120-বি ধারার আওতায়, এটি প্রতিষ্ঠিত করা প্রয়োজন যে কোনও বেআইনী কাজ করার জন্য পক্ষগুলির মধ্যে একটি চুক্তি হয়েছিল। একই সময়ে, এটি লক্ষণীয় যে সরাসরি প্রমাণের মাধ্যমে ষড়যন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা মোটেও কঠিন, তবে একই সাথে, উদ্দেশ্যের জন্য ষড়যন্ত্রকারীদের মধ্যে মনের বৈঠক দেখানোর জন্য কোনও প্রমাণের অভাবে কোনও বেআইনি কাজ করার উদ্দেশ্যে, আইপিসির 120-বি ধারার অধীনে অপরাধের জন্য কোনও ব্যক্তিকে দোষী সাব্যস্ত করা নিরাপদ নয়। এখানে কিছু অংশ এবং সেখানে কিছু অংশ যার উপর প্রসিকিউশন নির্ভর করে, অভিযুক্তকে ফৌজদারি ষড়যন্ত্রের অপরাধের সাথে যুক্ত করার জন্য যথেষ্ট বলে মনে করা যায় না। এমনকি অন্যান্য গ্রহণযোগ্য সমর্থনমূলক প্রমাণের অভাবে সহ-অভিযুক্তের কথিত স্বীকারোক্তিমূলক বিবৃতিও কাছে নিরাপদ নয়।

একজন দোষী অভিযুক্ত। ইন্দ্র দালাল বনামের ক্ষেত্রে। হরিয়ানা রাজ্য ', এই আদালত শুধুমাত্র উপর ভিত্তি করে দোষী সাব্যস্ত বিবেচনা করেছে স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি এবং অপরাধে ব্যবহৃত গাড়ি উদ্ধার। উক্ত মামলায়, দোষী সাব্যস্তকরণ বাতিল করার সময়, এই আদালত 16 ও 17 অনুচ্ছেদে নিম্নরূপ রায় দিয়েছেঃ

" 16. উপরোক্ত বিধানের পিছনের দর্শনটি হল একটি কঠোর বাস্তবতার স্বীকৃতি যে পুলিশ অফিসাররা নিপীড়ন ও নির্যাতন বা এমনকি প্ররোচনার মাধ্যমে স্বীকারোক্তি আদায় করে এবং তাই তারা কোনও বিশ্বাসযোগ্যতার যোগ্য নয়। এই বিধানে অভিযুক্তের বিরুদ্ধে তার করা স্বীকারোক্তি প্রমাণ থেকে একেবারে বাদ দেওয়া হয়েছে। একজন পুলিশ অফিসার। এই বিধানটি এমনকি সেই স্বীকারোক্তির ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য যা কোনও পুলিশ অফিসারের কাছে করা হয় যিনি অন্যথায় সেভাবে কাজ নাও করতে পারেন। যদি তিনি একজন পুলিশ অফিসার হন এবং তাঁর উপস্থিতিতে স্বীকারোক্তি দেওয়া হয়, যাই হোক না কেন, তা প্রমাণের ক্ষেত্রে অগ্রহণযোগ্য হয়ে ওঠে। এটি এই বিধানের অধীনে প্রতিষ্ঠিত আইনের মূল নিয়ম এবং এই কঠোর নিয়মটি এই আদালত এবং হাইকোর্টগুলি দ্বারা অগণিতভাবে পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে।

17. "স্বীকারোক্তি" শব্দটি কোথাও সংজ্ঞায়িত করা হয়নি। যাইহোক, আদালত অভিধানের অর্থ অবলম্বন করেছে এবং ব্যাখ্যা করেছে যে অভিযুক্তদের দ্বারা পুলিশের কাছে অপরাধমূলক বিবৃতিগুলি এর অনুমানের পরামর্শ দেয় অপরাধ স্বীকারোক্তি হিসাবে গণ্য হবে এবং তাই এই বিধানের অধীনে অগ্রহণযোগ্য। এর অর্থ অপরাধের সরাসরি স্বীকৃতি এবং কোনও অপরাধমূলক সত্যের স্বীকৃতি নয়, তা যতই গুরুতর বা চূড়ান্ত হোক না কেন। সাক্ষ্য আইনের 26 ধারা সেই সমস্ত স্বীকারোক্তিকে অগ্রহণযোগ্য করে তোলে যখন সে কোনও ব্যক্তির দ্বারা করা হয়, যখন সে কোনও পুলিশ অফিসারের হেফাজতে থাকে, যদি না এই ধরনের স্বীকারোক্তি কোনও ব্যক্তির উপস্থিতিতে অবিলম্বে করা হয়। ম্যাজিস্ট্রেট। অতএব, যখন কোনও ব্যক্তি পুলিশ হেফাজতে থাকে, তখন তার দ্বারা এমনকি তৃতীয় ব্যক্তির কাছে করা স্বীকারোক্তি, অর্থাৎ, একজন পুলিশ অফিসার ছাড়া অন্যরাও অগ্রহণযোগ্য হয়ে উঠবে

। 13. উপরন্তু, উপ্পা ওরফে মঞ্জুনাথ বনাম-এর ক্ষেত্রে। কর্ণাটক রাজ্য 2, এই আদালত রায় দিয়েছে যে যখন কোনও অভিযুক্তকে দোষী সাব্যস্ত করা হয় এবং কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়, তখন উচ্চ আদালত দ্বারা সাজা নিশ্চিত করা কেবল বিশ্লেষণের উপর যথাযথ কারণ দেওয়ার ক্ষেত্রে ন্যায়সঙ্গত।

[আর. সুভাষ রেড্ডি, জে।]

বস্তুগত প্রমাণ। হাতে থাকা মামলায়, হাইকোর্টের রায় পর্যালোচনায় জানা যায় যে জবানবন্দি উল্লেখ করা ছাড়া, হাইকোর্ট প্রমাণগুলি মোটেও বিবেচনা করেনি এবং ট্রায়াল কোর্টের আদেশ অনুযায়ী দোষী সাব্যস্ত ও সাজা নিশ্চিত করেছে। বিদ্বান অ্যাডলারের উপর নির্ভর করে রায়গুলি দেওয়া হয়েছিল। ফিরোজউদ্দিন বশিরউদ্দিন ও অন্যান্যদের ক্ষেত্রে এজি ভি। কেরল রাজ্য 3 এবং রাজু মাঞ্জির ক্ষেত্রে বনাম। বিহার +, বি রাজ্য মামলার তথ্য এবং নথিভুক্ত প্রমাণের পরিপ্রেক্ষিতে প্রসিকিউশনের মামলাটিকে সমর্থন করতে সহায়ক নয়।

14. নথিভুক্ত প্রমাণের নিবিড় তদন্তের ভিত্তিতে, আমরা আপিলকারী। আপিলকারীকে প্রধানত এই ভিত্তিতে দোষী সাব্যস্ত করার ক্ষেত্রে ট্রায়াল কোর্ট কর্তৃক রেকর্ড করা ফলাফল যে তিনি এই অপরাধের অন্যতম ষড়যন্ত্রকারী ছিলেন, তা ভুল এবং অবৈধ। উচ্চ আদালত 'ডি' নথিভুক্ত প্রমাণকে যথাযথ দৃষ্টিকোণ থেকে বিবেচনা করেনি এবং ভুলভাবে আপিলকারীর উপর আরোপিত দোষী সাব্যস্তকরণ ও সাজা নিশ্চিত করেছে।

15. উপরোক্ত কারণগুলির জন্য, এই আপিল অনুমোদিত। দোষী সাব্যস্ত হওয়া।
আবেদনকারীর উপর নথিভুক্ত এবং আরোপিত সাজা এতদ্বারা বাতিল করা হয় এবং তিনি তার বিরুদ্ধে আনা অভিযোগ থেকে খালাস পান। আবেদনকারীকে অবিলম্বে মুক্তি দেওয়া হবে, যদি না অন্য কোনও মামলার সাথে তার হেফাজতের প্রয়োজন হয়।

আপিল অনুমোদিত।

দিব্যা পান্ডে

DISCLAIMER

The translated Judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the Judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.

দাবিত্যাগ

স্থানীয় ভাষায় অনূদিত রায়টি সীমিত ব্যবহারের জন্য ও মামলাকারীর সেটি মাতৃ ভাষায়বো ঝার জন্য এবং তা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে না। সমস্ত ব্যবহারিক এবং সরকারী উদ্দেশ্যে, রায়ের ইংরেজি সংস্করণটি প্রামাণিক হবে এবং কার্যকরী ও প্রয়ো গের উদ্দেশ্যে সেটি প্রযোজ্য হবে।

/Sukanta Sen